বিষয়বস্তুঃ সততা (গুরুত্ব ও ফযীলত)

জুমাদাল উখরার দ্বিতীয় জুমুআর বয়ান

(১৩ জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ হিজরী, ৬ জানুয়ারী ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৮০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْداً ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উলা মাসের ১৩ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা সততা বা সত্য কথা বলার গুরুত্ব ও ফযীলত নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখবেন, ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র নামায রোযা ও বিশেষ কিছু ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন নয় যে,

মানুষ নামাযের পাবন্দি করলে, রমাযান মাসে রোযা রাখলে, সে বড় দ্বীনদার। শরীয়তের পক্ষ থেকে তার আর কিছু করণীয় নেই, এমন ধারণা একেবারেই ভুল। বরং ইবাদত-উপাসনার সাথে সাথে এমন বহু বিষয় আছে, যেগুলি ছাড়া কোন ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইসলাম জোর দিয়েছে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সততা। অর্থাৎ, সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব (রযি) বলেছেনঃ তোমরা কেবল মানুষের নামায রোযা দেখ না, বরং তার কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্য কর। দেখ, সে কেমন সত্যবাদী। তার পরহেযগারী ও আমানতদারী খেয়াল কর। 'আযযুহদুল কাবীর' কিতাবে ৮৬৮ নম্বরে হযরত উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর এ বাণীটি লেখা আছে।

মনে রাখবেন, যারা মিথ্যা বর্জন করে ও সর্বদা সত্য কথা বলে, তাদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহু পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, সূরা

আহযাবের ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَآيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْداً

“হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর সত্য কথা বল।” আমরা লক্ষ্য করি, এ আয়াতের মধ্যে প্রথমে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে বলা হয়েছে। আমরা জানি, আল্লাহকে ভয় করার মানে হল, আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে চলা। আর এটা বেশ কঠিন কাজ। তাই এরপর আল্লাহ তায়ালা এই কঠিন কাজকে সহজ করার জন্য এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন, যা পালন করলে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালন করা সহজ হবে। আর সেটা হল, সত্য কথা বলা। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ তোমরা সত্য কথা বল।

যারা সর্বদা সত্য কথা বলে, তাদের জন্য নেক আমল করা সহজ হয়ে যায়। এজন্যই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ “আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মাফ করে দেবেন।” সুবহানাল্লাহ !

সম্মানিত উপস্থিতি ! কোন মানুষ যদি সত্য কথা বলার অভ্যস্ত হয়, তাহলে বুঝবেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রিয় মানুষ। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস জেনে রাখি। ‘শুআ’বুল ঈমান’ কিতাবের ১৪৪০ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী কুরাদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করছিলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রযি) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর বরকতের পানি নিয়ে নিজেদের শরীরে লাগাচ্ছিলেন। সাহাবাদের মহাব্বতের এ দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ তোমরা আমার উযূর পানি নিজেদের শরীরে লাগাতে এত উৎসুক কেন? সাহাবারা উত্তরে বলেছিলেনঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের মহব্বতের কারণেই আমরা এটা করছি। তাঁদের এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ

إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا ائْتُمِنَ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসতে চায়, আর সে এটা চায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসুক, তার উচিত হবে, সে যেন কথা বললে সত্য বলে। তার কাছে আমানত রাখা হলে সে যেন আমানতের জিনিস সময় মত ঠিক ভাবে আদায় করে। আর সে যেন নিজের প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে।”

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রিয়ভাজন হতে হলে সর্বদা সত্যকথা বলতে হবে ও মিথ্যা বর্জন করতে হবে।

প্রিয় ভাই সকল ! যারা সত্য কথা বলে, তারা যেমন আল্লাহ ও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় হয়, তেমনি সমাজের লোকেরাও তাকে ভালবাসে। সততা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি দেয়, সফলতার পথ দেখায়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, সমাজের লোকেরা তাকে ভালবাসে না। কেউ তার কথার উপর বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদী সমাজের কাছে নিজের বিশ্বস্ততা হারিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। কখনও এমন হয় যে, মানুষ

একটা মিথ্যাকে চাপা দেওয়ার জন্য আরও কিছু মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়। ফলে একটা গোনাহে কবীরা থেকে জন্ম নেয় বহু কবীরা গোনাহ। মনে রাখবেন, মনোরঞ্জন ও কৌতুকতার ছলেও মিথ্যা বলা হারাম ও বিপজ্জনক।

সুনানে আবূ দাঊদের ৪৯৯০ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَه

“সেই ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, যে লোকদেরকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য রয়েছে আযাব ও কঠিন শাস্তি।”

আপনারা নিশ্চয় রাখাল ছেলের গল্প শুনেছেন। এক রাখাল জঙ্গলে ছাগল চরানোর সময় মাঝেমধ্যে “বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে” বলে চিৎকার করত। এলাকার লোকেরা তার চিৎকার শুনে ছুটে আসত। সে এভাবে মনোরঞ্জনের জন্য মিথ্যা কথা বলত। মানুষেরা বারবার তার কথা শুনে ঠকে যেত। একদিন যখন সত্যসত্যই বাঘ এসেছিল, তখন সে মহাবিপদে পড়ে “বাঘ এসেছে বাঘ

এসেছে” বলে চিৎকার করেছিল। কিন্তু সকলে তার চিৎকারকে মিথ্যা ভেবেছিল। সেদিন কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। এমন ভাবে মিথ্যাবাদী রাখালটি নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছিল। যদিও এটা একটা গল্প, তবুও এতে আমাদের জন্য অনেক কিছু শেখার আছে।

ভাই সকল ! একদিন সততার উপকারিতা ও মিথ্যার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন উম্মতকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

হে আমার উম্মত ! তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সততা নেকীর পথ দেখায়। আর নেক কাজ জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে। মানুষ যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন

আল্লাহ তায়ালার নিকট তার নাম সত্যবাদীদের তালিকায় লিখে দেওয়া হয়। হে আমার উম্মত ! তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে সাবধান থাক ! কেননা, মিথ্যা কথা পাপের পথ দেখায়। আর পাপ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার উপর সংকল্পবদ্ধ হলে, তার নাম আল্লাহ তায়ালার কাছে মিথ্যাবাদীদের তালিকায় লিখে দেওয়া হয়। সহীহ মুসলিমের ২৬০৭ নম্বরে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভাষণটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে আহমাদের ৬৬৪১ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একদিন কোন একব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! জান্নাতে যাওয়ার আমল কী ? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ সত্যকথা বলা। মানুষ যখন সত্যকথা বলে, তখন সে সৎ হয়ে যায়। আর যখন

মানুষ সৎ হয়ে যায়, তখন তার ঈমান আনার তাওফীক হয়। আর যখন কেউ ঈমান গ্রহণ করে, তখন সে জান্নাতে চলে যায়।

প্রশ্নকারী লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করে বলেছিলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! জাহান্নামের আমল কী ? এর কথার জাওয়াবে নবীজি বলেছিলেনঃ মিথ্যা কথা বলা। মানুষ যখন মিথ্যা বলে, তখন তার দ্বারা গোনাহ হয়ে যায়। আর যখন কেউ গোনাহ করে, তখন গোনাহ তাকে কুফরির পথে পরিচালিত করে। আর কাফির জাহান্নামে যায়।

ঈমানদার ভাই সকল ! যারা সত্যকথা বলে, তাদের জন্য জান্নাতে বিশেষভাবে নির্মিত বিশাল প্রাসাদের সুসংবাদ রয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

“ন্যায়ের উপর থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করে, আমি তার জন্য জান্নাতের উন্মুক্ত প্রান্তরে

প্রাসাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি। আর যে ব্যক্তি রসিকতা বা ঠাট্টা-মজাকের সময়ও মিথ্যা পরিত্যাগ করে, আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে প্রাসাদের দায়িত্ব নিচ্ছি। আর যার আখলাক-চরিত্র ভাল, আমি তার জন্য জান্নাতের সবচেয়ে উঁচুস্থানে একটি প্রাসাদের দায়িত্ব নিলাম। এটা সুনানে আবূ দাঊদের ৪৮০০ নম্বর হাদীস। হযরত আবূ উমামাহ (রযি) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সুধীবৃন্দ ! মিথ্যা বলা কবীরা গোনাহ। সহীহ বুখারীর ২৬৫৪ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ বাকরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বলেছিলেনঃ আমি কি তোমাদের কবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ বলে দেব না ? নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এ কথাটি তিনবার বলেছিলেন। তখন সাহাবারা বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি অবশ্যই বলুন। তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, (২) পিতা-মাতার

অবাধ্য হওয়া। তারপর তৃতীয় কবীরা গোনা'টি বলার পূর্বে নবীজি সোজা হয়ে বসলেন। তিনি আগে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসে বারবার বলছিলেনঃ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ শুনে রাখ ! আর মিথ্যা কথা বলা। একথাটি নবীজি বার বার বলছিলেন।

শ্রোতামণ্ডলী ! হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রযি) হতে বর্ণিত। সহীহ বুখারীর ১৩৮৬ নম্বর হাদীস। হাদীসটি অনেক লম্বা। এতে একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণিত আছে। তাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে নিজের একটি স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ আজ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি, এক ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। একজন বসে আছে আর একব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানো মানুষটির হাতে আছে মাথা বাঁকা কাস্তের মত একটি অস্ত্র। সে সেই অস্ত্রটি বসে থাকা মানুষটির মুখে প্রবেশ করিয়ে তার চোয়াল থেকে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত কেটে ফেলছে। এক দিক কাটা হয়ে গেলে অন্য দিক কাটছে। এতক্ষণে চোয়ালের প্রথম দিকটা

আবার জুড়ে যাচ্ছে। সে পুনরায় তার চোয়াল ঘাড় পর্যন্ত কেটে ফেলছে। এভাবে বারবার তার মুখ চিরে তাকে কষ্ট দিচ্ছে। নবীজি বললেনঃ আমি স্বপ্নে জিবরাঈল ও মিকাঈল ফেরেশতা দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মানুষটিকে এভাবে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কেন ? তখন তারা বলেছিলেনঃ এই ব্যক্তিটি হল একজন মিথ্যাবাদী।

শ্রোতামণ্ডলী ! ব্যবসায়ীরা যদি বেচা-কেনার সময় সত্য কথা বলে, তবে তাদের জন্য মহা ফযীলত রয়েছে। সুনানে তিরমিযীর ১২০৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

"সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সঙ্গী-সাথী হবে।"

পরিশেষে বলে রাখি, অনেক সময় দেখা যায়, পিতামাতারা তাদের ছোট বাচ্চাদেরকে নিজের কাছে ডাকার সময় বলে থাকে, আমার কাছে এস, আমি

তোমাকে একটা জিনিস দেব। অথচ কিছু দেওয়ার নিয়ত থাকে না। মনে রাখবেন, এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত, কবীরা গোনাহ।

সুনানে আবূ দাউদের ৪৯৯১ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একদিন আমার আম্মা আমাকে ডেকে বলেছিলেনঃ এস, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। নবীজি তখন আমাদের বাড়িতে বসেছিলেন। তিনি আমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি তাকে কী দিতে চেয়েছ? উত্তরে আমার আম্মা বলেছিলেনঃ আমি তাকে খেজুর দিতে চেয়েছি। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার আমল নামায় মিথ্যার গোনাহ লেখা হত।

দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সত্যকথা বলা ও মিথ্যা বর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنْ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ